দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 5 JAN 2017
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৬

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের খাতা

দক্ষ শিক্ষক দিয়ে কেন মূল্যায়ন নয় : হাইকোর্ট

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক কর্তৃক মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার খাতা মূল্যায়নের কেন নির্দেশ দেওয়া হবে না তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছে হাইকোর্ট। একইসঙ্গে এ ধরনের শিক্ষক দিয়ে পরীক্ষার খাতা মূল্যায়নে বিবাদীদের নিষ্ক্রীয়তাকে কেন বেআইনি ঘোষণা করা হবে না রুলে তাও জানতে চাওয়া হয়েছে। আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে শিক্ষা সচিব, শিক্ষা বোর্ডসমূহের চেয়ারম্যানদেরকে এই রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে। বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরী ও বিচারপতি জেবিএম হাসানের ডিভিশন বেঞ্চ গতকাল বুধবার এই আদেশ দেন।

গত ২৩ অক্টোবর একটি জাতীয় দৈনিকে 'পরীক্ষার খাতা দেখায় নৈরাজ্য' শীর্ষক শিরোনামে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর প্রতিবছর সেই ফল পর্যালোচনার জন্য শিক্ষার্থীদের আবেদনের সংখ্যা বাড়ছে। পুনর্নিরীক্ষার আবেদন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ফল রদবদলের হারও বেড়েছে। এ বছর ১০ বোর্ডে ফল পরিবর্তন হয়েছে চার হাজার ১৫২ জনের। এর মধ্যে অকৃতকার্য থেকে কৃতকার্য হয়েছে এক হাজার ৮৫২ জন, নতুন করে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৮১১ জন। শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা বলছেন, ভালো পরীক্ষা দেওয়া সত্ত্বেও পরীক্ষকদের অবহেলা ও অদক্ষতায় শিক্ষার্থীরা যথাযথ ফল পাচ্ছে না। অনাকাঙ্ক্ষিত ফল বিপর্যয়ের শিকার হয়ে অনেক শিক্ষার্থী মানসিকভাবে ভেঙে পড়ছে, এমনকি আত্মহত্যার ঘটনাও ঘটেছে। কিন্তু যাঁদের কারণে এই বিপর্যয়, দায়ী সেই শিক্ষকদের বিরুদ্ধে তেমন কোনো ব্যবস্থাই নেওয়া হচ্ছে না। এই প্রতিবেদনের ভিত্তিতে হাইকোর্টে রিট করেন হিউম্যান রাইটস এন্ড পীস ফর বাংলাদেশের পক্ষে আইনজীবী মনজিল মোরসেদ।

রিটের শুনানিতে তিনি বলেন, যোগ্য ও দক্ষ শিক্ষকদের পরীক্ষার খাতা বরাদ্দের নীতিমালা থাকার পরও এর ব্যতিক্রম হচ্ছে। এর ফলে অনেক শিক্ষার্থীর পরীক্ষার ফলে বিপর্যয় ঘটছে। এতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে চরম হতাশা নেমে আসছে। মনজিল মোরসেদ জানান, মাত্র ১৪ দিনের মধ্যে খাতা দেখে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়, যা প্রকৃতপক্ষে অসম্ভব। এভাবে খাতা দেখলে সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব হয় না। ফলে এ বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। যাতে কোনো শিক্ষকের ভুলের কারণে শিক্ষার্থীর প্রাণ চলে না যায়। শুনানি শেষে হাইকোর্ট রুল জারি করে। রুলে এসএসসি ও এইচএসসির খাতা মূল্যায়নে যথাযথ সময় বরাদ্দ দেওয়ার কেন নির্দেশনা দেওয়া হবে না তাও জানতে চাওয়া হয়েছে। এ সময় রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল মোতাহার হোসেন সাজু।